আমেরিকার টার্গেট এখন বাংলাদেশ

হে মুসলিমগণ! আমেরিকার ক্রুসেডকে প্রতিহত করুন এবং হিযবুত তাহরীরের পাশে দাঁড়ান

গত ৫ অক্টোবর, ২০০৯ বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দুতাবাস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষনা দেয় যে, পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে চট্টগ্রাম বিভাগে 'টাইগার শার্ক' নামে মার্কিন-বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এ যৌথ সামরিক মহড়া কালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলো সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় হুমকি মোকাবেলা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ নেবে। এছাড়া, গত ২ নভেম্বর, ২০০৯ মার্কিন দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত অপর একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমান্ডিং জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল বেঞ্জামিন আর. মিক্সন, এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর ৭ম নৌবহরের কমান্ডার ভাইস অ্যাডমিরাল জন এম. বার্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের কৌশলগত পরিকল্পনা ও নীতি-নির্ধারনী বিষয়ক পরিচালক যুক্তরাষ্ট্র মেরিন কোরের মেজর জেনারেল র‍্যান্ডলফ ডি. অ্যালেস নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পৃথক পৃথকভাবে ঢাকা সফর করবেন। তাদের সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করা। তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রধানসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় আন্তঃকৌশল বিনিময়, আঞ্চলিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা বাহিনী সহযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি।

যৌথ এ সামরিক মহড়ার নামকরণ যথাযথ ভাবেই 'টাইগার শার্ক' করা হয়েছে। কারণ, বিশ্বের যে কোন স্থানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি, হিংস্র শিকারী জন্তুর শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পরা এবং তার শিকারকে হত্যা করার সমতুল্য। প্রকৃত অর্থে, এ যৌথমহড়া এবং তথাকথিত দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতা এ অঞ্চলে ইসলামের পুণঃজাগরণকে প্রতিহত করা এবং মুসলিমদেরকে আমেরিকার অধীনস্থ করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, যাতে আমেরিকা খুব সহজেই এ অঞ্চলে তার কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানের অধিকারী মানুষের এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয় যে, সম্প্রতি আমেরিকা উদীয়মান চীনের শক্তি বৃদ্ধিতে খুবই উদ্বিগ্ন। এছাড়া, ভারতের সাথে আমেরিকার তথাকথিত কৌশলগত মিত্রতার ব্যাপারটিও যথেষ্ট সন্দেহযুক্ত। ফলে, এ অঞ্চলকে ঘিরে আমেরিকার সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, মানচিত্রে ভারত ও চীনের মাঝামাঝি অবস্থিত, বাংলাদেশের অবস্থান কৌশলগত কারণে মার্কিনীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ এ কারণেই, আমেরিকা এদেশের মুসলিমদের তার অধীনস্থ করে বাংলাদেশে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চায়। এর মাধ্যমে আমেরিকা নিজ স্বার্থ হাসিলে একদিকে যেমন উদীয়মান শক্তি চীনকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারবে, অপরদিকে ভারতকে ঘনিষ্ট ভাবে নজরদারী করতে পারবে। এছাড়া, একই সাথে আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি আমেরিকা কিভাবে এ অঞ্চলসহ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ইসলামের পুণঃজাগরণ ঠেকাতে বিরামহীন ভাবে ক্রুসেড পরিচালনা করছে। সুতরাং, এ অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির অর্থই হল বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা ইন্দোনেশিয়াতে খিলাফত রাষ্ট্র পুণঃপ্রতিষ্ঠার পথকে আরও দীর্ঘায়িত করা। কারণ, এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে হিযবুত তাহ্‌রীরের আহবানে খিলাফত রাষ্ট্র পুণঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো জনমত তৈরী হয়েছে এবং হিযবুত তাহ্‌রীর তার অভিষ্ট লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আমেরিকা খুব ভাল করেই জানে যে, খিলাফত রাষ্ট্র প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হচ্ছে এ পৃথিবীতে আমেরিকার কর্তৃত্ব খর্ব হওয়া - মুসলিম উম্মাহ'র বিরুদ্ধে আমেরিকার পরিচালিত অন্যায় ক্রুসেড এবং এ বিশ্বে মার্কিনীদের একচ্ছত্র আধিপত্যবাদের সমাপ্তি ঘটা। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

"তারা তো ভীষন ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু, আল্লাহর নিকট তাদের ষড়যন্ত্র রক্ষিত আছে। তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিলো না যে, যাতে পর্বত টলে যেত।" [সুরা ইব্রাহীমঃ ৪৬]

এ অঞ্চলকে ঘিরে তার ঘৃন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমেরিকা খুব চতুরতার সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে নিয়ন্ত্রন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে, আমেরিকার কৌশল হচ্ছে খুব সতর্কতা ও ধূর্ততার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহন করা। যেন, কোনভাবেই এ দেশের জনগণের কাছে 'দখলদার আমেরিকা' হিসাবে তার প্রকৃত রূপ উম্মোচিত হয়ে না পড়ে। এজন্য সে সতর্ক ভাবে এক এক করে বিরামহীন পদক্ষেপ নিচ্ছে। ১/১১'র পর জেনারেল মঈনুদ্দিন সমর্থিত ফখরুদ্দিনের তথাকথিত তত্ত্বধায়ক সরকারের সময় আমেরিকা খুব দূর্বল ও সস্তা অজুহাতে তথাকথিত 'সন্ত্রাসীদের' ব্যবহৃত গতিপথ চিহ্নিত করার নামে এ দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি জরিপ করেছে। এরপর, সিডর এর পরপর মানবিক সাহায্যের অজুহাতে তারা বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। কিন্তু, জনগণকে সাথে নিয়ে হিযবুত তাহ্‌রীর এ ঘটনার জোরালো প্রতিবাদ করলে তাদের প্রেরিত যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এরপর আমেরিকা বৃটেন-ভারতের সাথে সমঝোতা করে ডিসেম্বর' ২০০৮ নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে এবং সেইসাথে তাদের এজেন্ট বিএনপি জোটকে কোন প্রতিবাদ ছাড়া এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়ার নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে, যখন ক্ষমতাসীন সরকার ভারতের সাথে বিডিআর সদর দফতরে সেনা অফিসার হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়, তখন আমেরিকা ক্ষমতাসীন সরকার ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর উপর একক কর্তৃত্ব ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করতে তৃড়িৎ পদক্ষেপ নেয়। সে এটা নিশ্চিত করে যেন সেনাবাহিনী নীরব দর্শকের মতো শুধু দাঁড়িয়ে থেকে নির্মম ভাবে মেধাবী অফিসারদের হত্যাকান্ড অবলোকন করতে বাধ্য হয়। যেন সেনাবাহিনী থেকে উদ্ভুত কোন প্রতিক্রিয়াই মার্কিন স্বার্থের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। সম্প্রতি, আমেরিকা এ অঞ্চলে তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এ দেশের সরকারকে কক্সবাজারে একটি বিমান ঘাঁটি তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া, আমেরিকা বঙ্গোপসাগরে তার নৌবহরের উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হে মুসলিমগণ!

আপনারা জেনে রাখুন, এ যৌথ সামরিক মহড়া ধারাবাহিক এ ঘটনাসমূহের শেষ অধ্যায় নয়, বরং এটা হবে নির্মম এক অধ্যায়ের শুরু। বিশ্বের যেখানেই আমেরিকার সেনাবাহিনী অবতরণ করেছে সেখানেই সে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। ৯/১১'র পরপরই আমেরিকা যখন মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেছে, তখন থেকেই সে একের পর এক মুসলিম ভূ-খন্ড ধ্বংস করার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

প্রথমে সে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' উছিলায় আফগানিস্তানে তার দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এরপর, সে যুদ্ধকে বিস্তৃত করে 'ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র' ধ্বংসের উছিলায় ইরাকের নিরীহ মুসলিমদের উপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, গত দীর্ঘ ছ'বছরে আমেরিকা ইরাকে অগনিত সাধারণ মানুষের জীবন, লক্ষ লক্ষ বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ আর হাসপাতাল ছাড়া আর কিছুই ধ্বংস করেনি। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে সমস্ত বিশ্ববাসীর চোখের সামনে আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছে। একদিকে, নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থা যেমন, 'ব্লাক ওয়াটার' এর মাধ্যমে পাকিস্তানে একের পর এক বোমাহামলা করে এর দায়ভার তালেবানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে অন্যায় যুদ্ধকে যুক্তিযুক্ত করছে। অপরদিকে, তার এজেন্ট জারদারী ও গিলানীর সাহায্যে পাকিস্তানের মুসলিম সৈন্যদেরকে সোয়াতে এবং ওয়াজিরিস্তানে আপন মুসলিম ভাইদের হত্যার কাজে ব্যবহার করছে। বিশ্বের লক্ষ-কোটি নিরীহ মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত যে আমেরিকার হাত, সে রক্তপিপাসু আমেরিকা এখন বাংলাদেশের ভূমিতে অবতরণ করেছে।

এ যৌথমহড়ার সময়ে 'সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় হুমকি মোকাবেলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ' আসলে আমেরিকার নির্মম উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যারাই আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন কিংবা সমস্ত বিশ্বে আমেরিকার কর্মকান্ড বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, তারা প্রত্যেকেই জানেন যে, এ বিশ্বে সকল সন্ত্রাসের উৎস আসলে আমেরিকা স্বয়ং। আর, যে দেশটি লোহিত সাগর ও আরব সাগরকে তার প্রতিপক্ষ যেমনঃ রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলোর নিয়ন্ত্রন মুক্ত রাখতে ও প্রতিপক্ষের প্রতি হুমকী হিসাবে সর্বদা জলদস্যুতাকে সমর্থন দিয়ে এসেছে কিংবা জলদস্যুতার আশ্রয় নিয়েছে, সেটি আর কেউ নয় স্বয়ং আমেরিকা।

হে মুসলিমগণ!

মুসলিম উম্মাহ'র স্বার্থকে পদদলিত করতে সদা তৎপর আমেরিকাকে আপনারা আপনাদের শত্রু হিসাবেই চিহ্নিত করুন। আমেরিকা আপনাদের শত্রু - আপনারা ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ যেখানেই থাকুন না কেন। আপনারা রাজনীতির সাথে জড়িত থাকুন বা নাই থাকুন, হিযবুত তাহ্রীর, আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি - যে দলেরই সদস্য হোন না কেন, তারা আপনাদের বিরুদ্ধেই ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, কারণ আপনারা মুসলিম। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

"তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক এটা মুশরিক এবং কাফিররা মোটেই পছন্দ করে না।" [সুরা বাকারাহঃ ১০৫]

সুতরাং, শত্রুপক্ষ আমেরিকা এবং তার অনুগত সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করুন। অন্যথায় আপনাদের নীরবতা আমেরিকাকে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। তাদেরকে ত্বড়িৎগতিতে এবং কার্যকরী ভাবে এখনই প্রতিহত না করলে, এদেশের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পর তারা আপনাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করবে। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে মুসলিমদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

"তোমাদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করে তারা তোমাদের [সর্বাঙ্গিন] অনিষ্ট সাধন করবে এবং তারা কামনা করবে যেন তোমরা আবার কুফরীতে নিমজ্জিত হও।" [সুরা মুমতাহিনাঃ ২]

হে বুদ্ধিজীবিগণ, আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদ এবং ক্ষমতার অধিকারী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ!

আপনাদের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে কোনরকম রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তা গ্রহনকে জোরালো ভাবে প্রতিহত করতে হবে। খুব বেশী দেরী হয়ে যাবার আগেই আপনাদের আমেরিকাকে রুখে দিতে হবে। আফগানিস্তান, ইরাক এবং পাকিস্তানে সে যেভাবে তার অবস্থানকে দৃঢ় করেছে, সেভাবে এদেশের মাটিতে তার অবস্থান দৃঢ় করার পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে আপনারা রুখে দিন। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনারা হিযবুত তাহ্রীরকে সমর্থন দিন, হিযবুত তাহ্রীরের পাশে দাঁড়ান। খিলাফত রাষ্ট্র পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করবে এবং সর্বোপরি, মুসলিম উম্মাহ'র উপর থেকে মার্কিন এবং বৃটেন-ভারতের সকল অন্যায় কর্তৃত্ব খর্ব করবে।

আল্লাহতায়ালা তাঁর অসীম করুণা ও রহমতের দ্বারা আপনাদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো এ পৃথিবীর বুকে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন নিজেদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করবার। এর পূর্বে, রাসুলুল্লাহ(সা.) এর সময়ে এ সূবর্ণ সুযোগ এসেছিল আরববাসীদের কাছে, যখন মদীনার আনসাররা রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে আকাবার প্রান্তরে বাইয়াত [শপথ] দিয়ে প্রথম খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহন করেছিল। রাসুলুল্লাহ(সা.) এর পবিত্র জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত আছে যেঃ আনসাররা রাসুল (সা.)কে জিজ্ঞেস করেছিল,"ইয়া রাসুলুল্লাহ, যদি আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি, তবে আমাদের এ কাজের পুরস্কার কি?" প্রত্যুত্তরে রাসুল (সা.) বলেছিলেন,"জান্নাত"। তারা বলেছিল, "আপনার হাতকে প্রসারিত করুন।" তারপর, রাসুল(সা.) তাঁর হাতকে প্রসারিত করলেন এবং তারা রাসুলের হাতের উপর হাত রেখে বাইয়াত গ্রহন করলেন। আপনাদের মধ্যে কে আছেন যারা আনসারদেরকে অনুরসণ করতে চান? কে আছেন যারা সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) এর মতো ব্যক্তির (যিনি ছিলেন আনসারদের নেতা ও জেনারেল) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান? সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) এর মৃত্যুর পর যখন তাঁর মা কাঁদছিলেন তখন ক্রন্দনরত সেই নারীকে উদ্দেশ্য করে রাসুল(সা) বলেছিলেন,"তোমার কান্না থেমে যেত এবং দুঃখ দূরীভূত হয়ে যেত, যদি তুমি জানতে যে, তোমার সন্তান সা'দই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং হেসেছেন এবং আল্লাহ'র আসন কম্পিত হয়েছে।" [আত-তাবারনী]

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের এমন কোনকিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সুরা আনফালঃ ২৪]

হিযবুত তাহ্রীর, বাংলাদেশ।

১৭ জিলক্বদ, ১৪৩০ হিজরী।
৬ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।